ভাষার ব্যবহার : উৎপলকুমার বসু

উপল দত্তগুপ্ত

কবিতার শরীর তৈরি হয় শব্দ দিয়ে, সেই শব্দ যা আমরা ব্যবহার করে আসছি বহুকাল ধরে। মহৎ কবিরা কিন্তু এই ব্যবহৃত শব্দ দিয়েই আলোকিত করেন কবিতার শরীর, সৃষ্টি করেন কবিতা আর পাঠকের মধ্যে এক সম্পর্ক যাতে আপ্লুত হন পাঠক। কিন্তু ইদানীং এই ধরনের কবিতা আর আমরা খুব একটা পাচ্ছি না।

দেবেশ রায় বা কমলকুমারের গদ্য আলাদা ভাবে চেনা যায়। কিন্তু আজকাল যাঁরা কবিতা লিখছেন তাঁদের অধিকাংশের কবিতা, যদি কবির নাম ছাড়া আমাদের দেওয়া হয় তখন পাঠক সব কবিতাকেই একজন কবির কবিতা বলে ভুল করতে পারেন। উৎপলকুমার বসুর কবিতা কিন্তু এই সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যতিক্রম বলেই তাঁর কবিতা ভালো লাগে এরকম অদ্ভুত দাবি আমরা নিশ্চয়ই করব না। ভালো-লাগা, না-লাগাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক অদৃশ্য সুতোর টান, অনেক অভিজ্ঞতার অনুষঙ্গ। আমরা বরং অন্য দিক দিয়ে বিষয়টাকে দেখি।

আমরা বলেছি শব্দ দিয়েই তৈরি হয় কবিতার শরীর। আবার একদিক থেকে দেখতে গেলে, শব্দই কবিতার প্রাণ কারণ যে সমস্ত বাক্য কবিতায় ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের অর্থ একদিক থেকে নিরূপিত হচ্ছে সেই সমস্ত বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের দ্বারা। কিন্তু শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় কী ভাবে? অগস্টাইন মনে করেছিলেন যে শব্দমাত্রই কোনো না কোনো কিছুর নাম। তাই তাঁর মতে, শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় সেই শব্দের দ্বারা নির্দিষ্ট বস্তুর মাধ্যমে। এই মত গ্রহণযোগ্য কিনা সেই প্রশ্নে না গিয়েও অন্তত এইটুকু হয়তো বলা যেতে পারে যে এই মতটা কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য নয়। একটা সময় ভিটগেনস্টাইনও (যখন তিনি *Tractatus Logico Philosophicas* লেখেন) এই মত সমর্থন করতেন।

কিন্তু *Philosophical Investigations* লিখবার সময় ভিটগেনস্টাইন এই নামের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। এখানে আরও একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। এক সময়ে চমস্কি ভাষা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছিলেন ভাষার আকারের দিকে। তাঁর আলোচনায় তাই ভাষার দৈনন্দিন ব্যবহারের দিকটা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। একসময়ে ভিটগেনস্টাইনও ভাষার আলোচনা করতে গিয়ে আকারের আলোচনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। *Tractatus*-এ তিনি এইরকম একটা ধারণাকে লালন করেছেন যে, সমস্ত বাক্যেরই সামান্যত একটা তর্কবিদ্যাগত আকার রয়েছে। কিন্তু *Philosophical Investigations*-এ আমরা পেলাম নতুন এক ভিটগেনস্টাইনকে। এখানে তিনি জানালেন যে ভাষাকে নানারকম ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং সেই জন্যই তার মধ্যে নানারকম আকার থাকতে পারে। এখানেই তিনি বললেন 'ভাষার খেলা'র কথা। এই ব্যাপারটা বোঝা আমাদের পক্ষে খুব জরুরি। নামের বৃত্ত থেকে ভিটগেনস্টাইন যে বেরিয়ে এলেন তার কারণটাও এ প্রসঙ্গে বোঝা দরকার। *Philosophical Investigations*-এ ভাষার ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভিটগেনস্টাইন যন্ত্রপাতির বাক্সের বিভিন্ন যন্ত্রের বিভিন্ন ব্যবহারের প্রসঙ্গ এনেছেন। একটা যন্ত্রপাতির বাক্সে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র থাকে। তাদের কাজও বিভিন্ন। ভিটগেনস্টাইন মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার যেমন বিভিন্ন, শব্দের ব্যবহারও সেইরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভাষার ব্যবহারের এই বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যই ভিটগেনস্টাইন 'ভাষার খেলা'র কথা বলেছেন। সাধারণভাবে 'খেলা' শব্দটির কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া অসম্ভব। ফুটবলও খেলা আবার নবজাত শিশু যখন হাত-পা আন্দোলিত করে তখনও আমরা 'খেলা' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। বলি—'শিশুটি খেলছে'। একই রকম ভাবে—ভাষার ব্যবহারকেও একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না। কাজেই ভিটগেনস্টাইন যখন 'ভাষার খেলা'র কথা বলেন তখন সেখানে 'খেলা' শব্দটারও একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। ভাষার বিভিন্ন ব্যবহার যে, কোনও সাধারণ নিয়মকে মেনে চলে না, তা বোঝানোর জন্যই ভিটগেনস্টাইন ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে 'খেলা' শব্দটি নির্বাচন করেছেন। তাঁর মতে ভাষার ব্যবহার এতই বিচিত্র যে, কোনও সাধারণ নিয়মের শৃঙ্খলে

তাকে বাঁধা অসম্ভব। অবশ্য 'ভাষা' বলতে আমরা এখানে সাধারণ ভাষাকেই বুঝছি, কৃত্রিম ভাষাকে বুঝছি না।

এবার একবার কবিতার দিকে চোখ ফেরানো যাক। উৎপলকুমার বসুর কবিতায় ভাষা ব্যবহারের বিভিন্নতাই আমাদের বুদ্ধিকে নাড়া দেয়। বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলোকে তিনি তাঁর কবিতার শরীরে এমন ভাবে স্থাপন করেছেন বা ব্যবহার করেছেন যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে ভাষার, বা বলা যেতে পারে, বাক্যের নতুন আকার এবং তার ফলে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলো পেয়ে গিয়েছে নতুন এক মাত্রা। তাঁর কবিতা মার্গ সংগীতের মতো, উপস্থাপনাই যেখানে নিয়ন্ত্রিত করে অর্থকে। কবিতার শরীর থেকে শব্দ বা বাক্য তুলে এনে এটা দেখানো অসম্ভব ; যেমন অসম্ভব কোনো চিত্রকরের ছবির কোনও একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করে তার মূল্যায়ন করা। সামগ্রিকভাবেই তার বিচার করতে হবে কারণ তার প্রতিটা অংশই পরস্পর-সংযুক্ত। উৎপলকুমারের কবিতাকেও তাই সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, কারণ সেখানেও প্রতিটা শব্দ জড়িয়ে আছে একে অপরের সঙ্গে। বিমূর্ততা থেকে সরিয়ে এনে ভাষাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবন ও ব্যবহারের মধ্যে। শব্দের বা বাক্যের অর্থ যে উপস্থাপনার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে, নির্ভর করে কী ভাবে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপরে, তাঁর লেখার মধ্যে উৎপলকুমার এই ধারণাকেই যেন লালন করেছেন। ভাষার আকার নিয়ে তাঁর এই খেলা বাংলা কবিতাকে বদ্ধ জলাশয় থেকে মুক্ত করার এক সাহসী প্রয়াস।

উৎপলকুমারের কবিতা 'আকারসর্বস্ব'—এইরকম ভাবলে অবশ্য ভুল হবে। বাক্যের আকার যে অনেকাংশেই বাক্যের অর্থকেও নিয়ন্ত্রিত করে, বাক্যের আকার ও তার মাধ্যমে প্রকাশিত বক্তব্য যে একই মুদ্রার দুটো দিক, এইরকম একটা বিশ্বাসও যেন তাকে ঘিরে রয়েছে। □